সূচীপত্র।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

“আপনার মুখ আপনি দেখ” ইত্যাদি লেখক।

মহাশয়

আপনার বিশেষ উদ্‌যোগে এই “কলিকাতার নুকোচুরি” প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হওয়াতে এই পুস্তক খানি আপনাকে উপঢৌকন দিলাম। এ খানি ইংরাজী ১৮৬৫ সালে লেখা হইয়াছিল, এবং আমার মানস ছিল না যে ছাপা হইবে কিন্তু কতিপয় বন্ধু ও আপনার যত্নে ছাপা হইল ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। আপনি যেমত হিন্দু সমাজের দর্পণ দেখাইয়া দেশের উপকার করিয়াছেন—আমিও সেই অভিপ্রায়ে এই দর্পণ স্বরূপ পুস্তক খানি মুদ্রিত করিলাম, যদি ইহা পাঠান্তরে আমার মর্ম্ম গ্রহণ হয়, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

দেশের অনিষ্ট যত, মূল সুরা তার।
লোকাচারে হেয় নরে, করে ব্যভিচার।।
কুসঙ্গে কুমার্গে লোকে, নরে দ্বেষ করে।
বিভু পদ আরাধনে, সব দোষ হরে।।

শ্রীটেক্‌চাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার

খাসপুর।
জঙ্গল মহল।
১ এপ্রেল ১৮৬৯
খৃদেমঙ্গলবার।

ভূমিকা।

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন।
যুগে যুগে জন্ম লয় যশোদা নন্দন।।"

পোর্ট কেনিংকে পোর্ট করিবার জন্য সিলর্ সাহেব আর কিছু বাকি রাখেন নাই—পরে বহু পরিশ্রমে পোর্টকেনিং একটি সহর হইয়া উঠিল; হাট্‌বাজার বসিয়া গুল্‌জার হলো—বসতি বাড়িতে লাগিল—জাহাজ আসিতে লাগিল—সুতরাং পোর্ট কেনিং সেয়ারের দর দিন২ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল—এমন কি দশ হাজার টাকা প্রিমিয়মে খরিদ বিক্রয় হইতে লাগিল। এমত সময়ে সল্টওয়াটরের নবাব পোর্ট কেনিং সহরে একটি চিড়িয়াখানা করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে নানা প্রকার পশু পক্ষি ও অন্যান্য দ্বিপদ চতুষ্পদ জানোয়ারের আমদানি হইতে লাগিল; অধিক কি বলিব যাহা ন্যাচুরেল হিসট্রিতে নাই, তাহাও আমদানি হলো! যদি পাঠক মহাশয়রা জিজ্ঞাসা করেন সেটা কি? উত্তর—"হুতুম প্যাঁচা"

সকলেই জানেন, যে কেবল কালপ্যাঁচা আর লক্ষ্মীপ্যাঁচা আছে; কিন্তু এ নবাব হুতুমপ্যাঁচা কোথা হইতে আমদানি করিয়াছেন, এই দেখতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। চিরস্থায়ী কিছুই নয়! ক্রমে পোর্ট কেনিং হ্রাস হইতে লাগিল, ঘরাহ বিচ্ছেদ হইয়া, স্থইনোর রাম‑রাজত্ব হইল, সেয়ারের দর দিন দিন কমতে লাগিল, মোকদ্দমা সুরু হলো, ডিবেঞ্চর ডিউ হলো, এবং নবাবও চিড়িয়াখানার দরজা খুলিয়া দিলেন। হুতুম প্যাঁচা গোটা কতক দাঁড়কাকের সঙ্গে ক্যাঁ, ক্যাঁ, কর্‌তে কর্‌তে কলিকাতায় আসিয়া কাশীমিত্রের ঘাটে বাসা করিল। দিন কতক নতুন২ সকলেই দেখতে গেল, অবশেষে ধরা পড়ে আর উড়্‌তে পারলে না। ঈশ্বরদত্ত ডানা না হলে-তো আর ওড়া যায় না; ধার করে তো পুচ্ছ নিয়ে ময়ুর হওয়া যায় না? আর যদি হয়, তো সে ক' দিনের জন্য?

আমি বাল্যকালাবধি পাখি মারতে বড় ভাল বাসিতাম, এজন্য আমার বন্ধুরা আমাকে

আদর করে পাখির যম বল্‌তেন। আমি এক দিন পোর্ট কেনিং দেখ্‌তে গিয়া শুন্‌লেম যে সেখানে আর পাখি পাওয়া যায় না! নবাব চিড়িয়াখানা নিকেশ করেছেন, সুতরাং পাখি গুলো ছটকে বেরিয়া গ্যাছে, পরে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, যে সকল পাখি গুলো এসেছিল তারা আর একটি নকল পাকমারার বাণে জ্বর২ হয়েছে, আমার বাণ বড় আর দরকার করে না, তবে কি করি এই মনে করিয়া লাওয়ারিস্ কাগজ নিয়া খানিক ছেলে খেলা করে বদ্‌মায়েসদের আক্কেল্ গুড়ুম্ করে দেওয়া যাক, এই চিন্তা করিয়া এই আর্শিখানি (এ বড় মজার দর্পণ—এতে আপনার মুখ আপনি দেখা যায় আর পরের-তো কথাই নাই) আপনাদের সামনে ধরলেম, যদি ইহা দেখে আমাদের সমাজের উপকার, ও কুচরিত্র সংশোধন হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।

অল ফুলস্‌ ডে
বিদ্যাধরিপুর } শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার।

কলিকাতার লুকোচুরি।

প্রথম অধ্যায়।

"অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল"

ধন কিম্বা কার্য্যদক্ষ হইলে কি হয়।
বুঝিয়া যে নাহি চলে কভু সুখী নয়॥
দেখে শুনে তবু দেখি, চলে সেই চেলে।
কারে কি বলিব এই দোষে দেশ খেলে॥

আমার নাম গদাধর ঘোষ, বয়স বিশ বৎসর, ভদ্রবংশীয়, এবং আমার নিবাস বলাগড়। আমার পিতা পোনেরোকড়ি ঘোষ মৃত্যুকালীন প্রচূর বিষয় রাখিয়া যান, তাহা আমি অল্প দিনের মধ্যে সব শেষ কোরেচি। স্বর্গীয় পিতা বড় বৈষয়িক এবং বুদ্ধিজীবি ছিলেন, তজ্জন্য তিনি আমাকে, আইন আদালত, হপ্তুম পঞ্চম, হাজা সুখা ও মাল ফৌজদারিতে বিশেষ তরিপোত দিয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প

বয়সে আমার বিষয়াশয়ে মন না গিয়া কেবল কুপথগামী হইল। এক্ষণে তাহার এই ফল ভোগ হইতেছে।

ইংরাজী ১৮৬২ সালে পিতার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিবস কোম্পানির কাগজ ও হরেক রকম চা ও ব্যাঙ্কের সেয়ার (Bank Share) খরিদ বিক্রয় করিলাম, ও মধ্যে২ আফিমের তেজী মন্দীর চিটী খরিদে, দিবসে আহারের সুখ, ও নিদ্রা ত্যাগ হয়েছিল। কথায় বলে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে" এই রূপে ক্রমে২ আমি অনেক বিষয়ে জলাঞ্জলী দিয়া বড়বাজারে বৃষ্টির খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাহাতেও ঐ রূপ ঘটনা হইল। কলিকাতা আজব সহর, পরে আমি পক্ষির দলে ঢুকিয়া সুখ লাভ করিতেছি, এমন সময়ে "সুরাপাননিবারিনী" এক সভা স্থাপন হোলো। তাহাতে এক নামকাটা সেপাই, পগাম্বর অগাম্বর বান্ধব বাবুরা ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি অনেকেই সভ্য হইয়া প্লেজ (Pledge) লইলেন।

ইহারা দিবসে সভার সভ্য হইয়া সুরাপান নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন, রাত্রে পুনর্ব্বার আমার সহিত পক্ষির দলে ঢুকিয়া উড়েন। এ এক রকম মন্দ নুকোচুরি নয়, কলিকাতার লোকের গুণাগুণ সংক্ষেপে বলা হয় না। বাহুল্য জন্যই ক্ষান্ত হইলাম।

একদা আমি কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেখিলাম, নব্য ভব্য সভ্য ব্রাহ্মেরা সকলেই চক্ষু মুদিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, ও প্রধান আচার্য্য যেমত অঙ্গ দোলাইতেছেন অন্য অন্য সাম্প্রদায়িরা ট্রুকপি (True Copy) করিয়া সেইরূপ করিতেছে। তাঁদের ভাবভক্তি দেখে, আমারও মনের মধ্যে একটী ভাবোদয় হইল; "ঈশ্বর কি অঙ্গ না দোলাইলে ও চক্ষু মুদিত না করিলে আবির্ভাব হন না?" আমিত ইহার কিছুই বুঝিলাম না, কাহাকে যে এ কথা জিজ্ঞাসা করি, নিকটস্থ এমন এক জনকে দেখিতে পাইলাম না। চারিদিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের চারইয়া-

রির দলের অনেককে ঐ দলভুক্ত দেখিলাম। তাঁরা দিবসে যে কার্য্য না করেন, এমত কর্ম্ম নাই ও রাত্রে স্থানবিশেষে পরমহংস হন। কলিকাতায় এও এক রকম লুকোচুরি।

সহরের দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক প্রভৃতি পার্ব্বণের কথা, কথক কথক হুতুমপ্যাঁচা বোলে গ্যাচেন, তিনিও যে তাঁর সে নক্সাতে নাই এমত নহে? ইহা তিনি আপনিই স্বীকার করেচেন। হুতুম আজকাল যেমত প্যাঁচা বলিয়া পরিচিত আছেন, ফলে তাহা ছিলেন না। তিনি এক জন বনেদি ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান, আমারই মতন বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়া সত্বরেই সর্ব্বস্বান্ত করেচেন। তাহার মহত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমত আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেই রূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যে গুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্কর তাহাই বলেন নাই। হুতুমের নক্সাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ

করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইবে। আমরা এবং অপর২ পাঠক মহোদয়েরা যাহাকে অনেকেই টেকচাঁদ ঠাকুরের ট্রুকপি (True Copy) বলিয়া থাকি। ইহাও কলিকাতায় এক রকম নুকোচুরি।

হুতুম প্যাঁচার নক্সা প্রচারের সময়েই ডাক্তর বেরেগ্নির হমিওপ্যাথির (Homeopathie) প্রাদুর্ভাব হইল, কি বড় কি ছোট সকলেই হমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দেশে২ জেলায়২ এই ঔষধ প্রচার হইয়া আলোপ্যাথির (Allopathy) কম পড়িল। এ বিষয়ে আমি অপারদক্ষ বলিয়া বিশেষ বিবেচনা করিতে পারি নাই, কিন্তু বোধ হয় কিছু কাল পরে উক্ত বিষয়ে দেশের মঙ্গল হইতে পারে। হমিওপ্যাথির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুতুমের হ্রাস হইতে লাগিল। ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, হুতুম যেমত লোক তাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, আমার ন্যায় এক কালীন অনেক

মজা করিয়াছেন। "কাকের মাস কেহ খায় না, কিন্তু কাক সকলেরই মাংস ভক্ষণ করে"। হুতুমের নক্সা লিখিতে গ্যালে এক খানি স্বতন্ত্র কেতাব হয়, তিনি সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম নাই যে তিনি করেননি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে মহা-ভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলতো না। তাতেও কি নুকোচুরি আছে?

পামরলাল মিত্র বাবু বড় বোনিয়াদী ঘরের দৌহিত্র সন্তান। তিনি বাল্যকালাবধি পিতৃ আদর পাইয়া আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন। লেখাপড়ায় সরস্বতী কণ্ঠস্থ, দেখ্‌তে কার্ত্তি-কের ন্যায়, বয়েস তরুণ, পেটটী গণেশের মত, লক্ষ্মী বিরাজমানা, আর বড় খোরচে ছি-লেন। তিনি আমাদের চারইয়ারির দলের কা-প্তেন। বাবুর বৈঠকখানা সদা সর্ব্বদা গুল্‌জার থাকিত, উইল্‌সনের খানা ও পেইন্‌ কোম্পানির মদে পরিপূর্ণ, এ কারণ আমাদের গলা অহরহ ভিজান ও উদর পুর্ণ থাক্‌তো। বাবুর পৈত্রিক বাটী

খানাকুল কৃষ্ণনগর, এবং হালসাকিম আহীরী-টোলা। আমার বিষয়াদি নষ্ট হওয়াতে পামর বাবুর এডিক্যাম্প (Aiddecamp) হইলাম। বাবু হাইতুল্লে তুড়ী দিতে হোতো, ও হাঁচলে জীবো বোল্‌তে হোতো। আমি চিরকাল বাবুগিরি করিয়াছি, এজন্য আমার বড় কষ্ট বোধ হোলো। "অন্‌ অভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়্‌ চড়্‌ করে," কিছু কাল পরে বাবু পাঁচুহরি কোম্পানির মুৎ-সুদ্দি হইলেন, এবং আমি সদরমেট হইলাম, কর্ম্মের মধ্যে আফিসে গিয়ে চাপ্‌কান খুলিয়া "বাতাস দেরে" বোলে চোদ্দ পো হতেম, ও মধ্যে২ বরফ দিয়া একটু একটু পাকা মাল টান্‌-তেম্‌। কর্ম্মকাজ সকলি কেরানি সরকারে কোত্তো, আম্‌দানী রপ্তানি ক্রমে বেড়ে উট্‌লো, এবং সাহেবকে প্রচূর টাকা অ্যাডভেন্স (Advance) কোত্তে হইল। সাহেব অতি ভদ্র, কিন্তু বিলাতে মহা অকাল হওয়াতে তুলায় অতিশয় ক্ষতি হইল। সাহেব ইনসল্‌ভেন্ট (Insolvent) নিলেন এবং আমরাও পটোল তুল্‌লাম। যে

ব্যক্তি কোন বিষয় না জানে তাহার সে কর্ম্ম করা কোন মতে বিধি নয়। আমার এমনি কপাল যে, যাহা কিছু ছুঁয়েছি, তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন কখন লাভ হয় নাই।

আমাদের কর্ম্মের কিছু লহনা পড়াতে, ছোট আদালতে নালিশ করিতে হইল। ছোট আদালত বিশেষ অতি জঘন্য স্থান, উপুড় হাত না হলে উপায় নাই। সম্প্রতি জষ্টিশ্ নরম্যান (Justice Norman) সাহেব শাসন করিতে গিয়া "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েচেন"। ইহার কি আর উপায় নাই? বড়টীও কিছু কম নয়; আদালত মাত্রেই এইরূপ। নুকোচুরি বিস্তর, ধরা ভার!

কলিকাতায় এক এক দিন এক এক হুজুক উঠে। আজ হরিমোহনি হ্যাংগাম, কাল কালীবাবুর হাড়কালী, পরশু চিৎপুরে ইয়ং বেঙ্গলের ঘোড়দৌড়, ও মধ্যে২ কেশব সেনের কেরাঞ্চি গাড়ীর মত লেক্চর্ (Lecture), তাহার থামা নাই, কেবল ঘড়ঘড়ানি। মাঝে হিপোগ্রিফের লেক্চরের ধূম গেল। সাহেব "ধরি মাছ না

ছুঁই পাণী” স্বজাতের গুণানুগুণে চক্ষে ধুলা পড়ে, কিন্তু পর নিন্দা, পর পীড়ায় বড় কাতর নন; ইহাকে কি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বলে? কলিকাতার নুকোচুরি কত রকমই আছে!

“অবাক কলি পাপে ভরা”! সময়েং কত রকমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়; দুঃখের মধ্যে এই কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না। ক্রমে অগাম্বর পগাম্বর বাবুরা বড়ঘরের মেম্বর ও পেলার মার প্যালা মুৎসুদ্দি, ও দালালে ডিরেকটার (Director)হলেন। আমারও দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম হোলো। কলিকাতায় বাচ বিচার নাই। ক্রমে রাজা প্রতাপচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতীত হইলেন, রাধাকান্ত রাধার লীলা দর্শনে বৈরাগী হলেন। বাহাদুরেদের বাহাদুরির সীমা ছিল না। অজাপুত্র দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের অবৈতনীক সম্পাদক হলেন। শিমুলার হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র মিলিয়ে গ্যালেন, আজ কাল তাঁহাদের কথা আর বড় শোনা যায় না। হুতুমের গুরুদাস গুঁই মাথা ছেড়ে বেড়ে উট্‌লো; পীরের দর-

গায় দিব্বি কীর্ত্তি স্থাপন কোরেচেন। কলিকাতার নুকোচুরি কোথাও কমী নাই।

ষ্টোনঘাটার লাট্টুদার বাবু প্রায় কুঁপোকাত, এখন যে কটা দিন বাঁচ্‌বেন, কেবল পাঠশালার ছোকরার মত গণ্ডায় এণ্ডা দিয়া সায় দিয়া যাবেন। তিনি একটী পুরানো পাপী, আমাদের সঙ্গে নরক গুল্‌জার কোর্ব্বেন তা বেশ বোল্‌তে পারি? কলিকাতার বাবুরা প্রায় অনেকেই নরকে যাবেন; হোমরা, চোমরা, অষ্টবস্থু প্রভৃতি সকলে অগ্রগামী হয়ে খুব গুল্‌জার কোরে তুলেচেন তাহার সন্দেহ নাই। এখন সে মজার মজলিশে আমরা গিয়ে স্থান পেলে হয়? আমার এইখানে একটী গল্প মনে পড়িল, তাহা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেকার চারইয়ারির দলের ডিশব্যানডেড (Disbanded) একজন মাতাল রাস্তাদিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে বারেণ্ডা হতে একজন বেশ্যা তাহাকে ব্যঙ্গ ছলে বলিল, "ওরে ব্যাটা মাতাল! তুই মদ খাস! মদ খেলে নরকে যেতে হবে জানিস?"

মাতাল বলিল, "বাবা! মদখেলেই যদি নরকে যায়, তবেত নরক আজ কাল ভারি গুল্‌জার, কলিকাতার বড়২ বাবুরা যাঁরা মদ খেতেন তাঁরা তবে কোথা গ্যাচেন"? অবিদ্যা কহিল, যিনি২ ও কাজ কোরেচেন সকলেই নরকে গ্যাচেন। মাতাল বলিল, তবে সেখানে গেলেমই বা, তাতে দোষ কি? আমি একাকি স্বর্গে গিয়ে কি কোর্‌বো? অপর এক জন পথিক যিনি গত রাত্রে দুবোতল ধানেশ্বরির শ্রাদ্ধ কোরেচেন, জনান্তিকে বোলে উট্‌লেন মদেতেই সব উচ্ছন্ন দিলে। কলিকাতার নুকোচুরির কথা আর কত বোল্‌বো।

ক্রমে বিদ্রোহীরা শাসন হইলে, লার্ড কেনিং বিলাত গিয়া খ্রীষ্টপ্রাপ্তি হইলেন। এখানে গুজব্ উটলো, সতু ঠাকুর সিবিল হলেন, কৃষ্ণবন্দো কাশী যাবার উদ্যোগ কোল্লেন, বিহারী লাল প্রসিদ্ধ পাদরি্ হোলো। আমাদের মল্লেশ্বরপুরের দাদাঠাকুর হাড়গোড়ভাঙ্গা "দ" হইয়া পড়িলেন। তিনিও পক্ষির দলের এক জন

প্রধান, "সময়ে সকলী করে, মণি, ফণি হয়ে দংশে, অমৃত গরলাক্ষরে;" এই এক বুলি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে কালাবতি লাগাইতেন। দাদা ঠাকুরের খীড়কির পারের কেষ্টা জোলা সভা-পণ্ডিত হইয়া চূড়ামণি কবলাতে লাগ্‌লেন; বাছার পেটের ভিতরে সরস্বতী হাম্মা, হাম্মা করে, সংস্কৃতের মধ্যে গোটাকতক "বংশের গাণ্ডু মারিশ্যামিঃ" গোচ বোল শিখিয়াছিলেন। এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই বিদ্যা সেই রূপ। কলিকাতার অনেকানেক ভট্টাচার্য্যেরা রাতারাতি পণ্ডিত হইয়া চূড়ামণি, শিরোমণি, তর্কলঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার প্রভৃতি খেতাব বাহির করিয়া চুঁচড়ার সঙ্‌গের মত বেরোন। এও কলিকাতার নুকোচুরি।

কালাচাঁদ আনাড়ি মেজেষ্টর হইলেন, গঙ্গা-পতি মাষ্টার এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি দিয়া কেতাব ছাপাইলেন; দেখে শুনে রমাপতি রাজমহলে পলাইলেন। হাবাতে কালী গাইয়ে হোলো, কন্দর্পদত্তের ঘরে মদ ঢুকলো, দেখে মাহাতাপ-

চন্দ্র দারজিলিঙ্গে সর্‌লেন। জ্ঞানচন্দ্রের দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত হোলো, রেলের গাড়ী দিল্লি যেতে সুরু হোলো, ও শরতের মেঘেরন্যায় গোটাকতক টোকরে ছোঁড়া, ফোঁটা২ ইংরাজী কহিতে আরম্ভ করিল, তাদের মাথা মুণ্ডু কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, ইংরাজী কহিতে২ অমনি বাঙ্গালা কথা এনে বসে, কিন্তু ইংরাজীও না কহিলে নয়? বাছাদের গুণের পালান নাই!

গোবের মার গোবের চাক্‌রি হোলো, অঘোর বসু কানা গরু পার করিল, রেতাব দরজী "সমী-রনে তোরা" বোলে বাঞ্ছারামের মত খোঁনা আওয়াজে গাইতে লাগ্‌লো; দেখে দাদাঠাকুর লজ্জায় মাথা হেঁট্ করিয়া বলিলেন, "আমার ছিল যে বাসনা। পোড়া কপাল ক্রমে তা হোলো না" আমিও দেখে শুনে চেড়িয়ে পোড়্-লেম। কলিকাতায় নুকোচুরি হদ্দমুদ্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:*:—

কলিকাতার নীলেখেলা।

পান দোষে কৌতুকাদি সহজ সে নয়।
দেখিতে দেখিতে হয়, কত ভাবোদয়॥
বিপদ তাহাতে দেখি ঘটে অনায়াসে।
কারো ধন, কারো প্রাণ, কারো জাতি নাশে॥

গোপালরাম চূড়ামণি পামর বাবুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। এক দিবস আমরা সকলে তর্ বোনে গেচি এমত সময়ে চূড়ামণি এলেন। পামর বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। মহাশয়! যদি পরস্ত্রী গমন করি, তাহাতে কি কোন পাতক আছে? শাস্ত্রে কোন দোষ না থাক্‌লে আর লুকোচুরি করিনে। চূড়ামণিটী বেল্লিক শাস্ত্রের চূড়ামণি; সহজেই উত্তর কোল্লেন, মহাশয়! কি বলেন? পরস্ত্রী গমনে যদ্যপি

পাতক হতো, তাহা হইলে ভগবান যশোদানন্দন আর ষোড়শ ব্রজগোপীনির সহিত লীলা কোত্তেন না? দেবাদিদেব মহাদেবও কুচনী ক্রীড়ায় রত হতেন না? এ সামান্য বিষয় আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন? এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ কি নুকোচুরি নাই! আজ কাল্‌তো আপামর সাধারণে এ কাজ কোচ্চে। পামর বাবু খুসি হইয়া দেওয়ানজীকে চুড়ামণিকে পুরস্কার দিতে বোল্‌লেন। চুড়ামনি হাত তুলিয়া "চিরণজীবেষু" আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, না হবে কেন? কেমন লোকের পুত্র? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় দেব কি ঋষি ছিলেন তাহা বলা যায়না? ঈশ্বর করুন্, যেন এই বীজ এ সংসারে যাজ্জ্বল্যমান থাকে। পামর বাবু, ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) নামে বিখ্যাত ছিলেন, যে দিকে জল পড়িত সে দিকে ছাতী ধত্তেন না, ইচ্ছামতেই সব কত্তেন, "শকের প্রাণ্ গড়েরমাঠ" খড়দহ অঞ্চলে গ্যালে কৃষ্ণ২ বোল্‌তেন, কালীঘাটে গ্যালে মায়ের প্রসাদে অরুচি ছিল না, সুপাচক উইল্‌শনের বাড়ীতেও আহারাদি অনায়াসে চোল্‌তো, বেশ্যা-

লয়ের হোল্‌দে ভাতেও ঘৃণা ছিল না। বাবুর মোসাহেব, "ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়" যেমন গুরু তেম্‌নি শিষ্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বোড়ালের শিবু খুড়োর সাক্ষাৎ পিস্তুতো ভাই, তাহার গুণের সীমা ছিল না "অশেষ গুণালঙ্কৃত" নামে বাবুর বাটীতে বিখ্যাত ছিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হোতে পামর বাবু কহিলেন, ওহে মুখুয্যে! মিয়াজান বেটাকে একবার চুপীং ডাক দেখি? আজ কি তয়েরি কোরেচে দেখা জাক? বোল্‌তে বোল্‌তেই মিয়াজান নানাবিধ চপ্‌, কটলেট্‌, ক্যরি, আনিয়া সন্মুখে উপস্থিত কোল্লে, ক্ষেত্রনাথ ব্রাণ্ডির বোতল্‌ খুলে বোসলেন। বাবুদের আহার যত হউক, বা না হউক, পানে প্রবৃত্ত হইয়া দিব্বি আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হোলেন। চুড়ামণিও ক্ষেত্রনাথের প্রায় চিতিয়ে পড়া আছে, সামলে কোমোর বেঁধে লেগে গেলো। কলিকাতায় মদ খান না এমত অতি অল্প লোক আছে, বাকির মধ্যে শালগ্রাম ঠাকুর, প্যাঁচার বুড়ো ঠাঁন্‌দিদি ও টেকচাঁদ ঠাকুরের টেঁপি পিসি, আর

জনকতক মাত্র। প্রকাশ্যে যদিচ অনেককে দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু নুকোচুরির ভিতর অনেকে আছেন। এদিকে জাত রক্ষা করেন, ও দিকে মদটুকু দিব্বি চলে, দুদিক বজায় রেখে চলেন। সুরাপানের যে ফল মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুর "মদ খাওয়া বড় দায়ে" বিস্তর লিখে গ্যাচেন। তজ্জন্য বাহুল্য বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হইলাম। পাঁচিধোবানির গলির পঞ্চানন তর্ক-লঙ্কার, বট্‌তলার ব্রজ ন্যায়রত্ন, শিমুলার শ্যামা-চরণ গোস্বামী, নিমতলার নিমচাঁদ বাবাজি, হাটখোলার হিদেরাম ঘোষাল, রামবাগানের রামনারায়ণ বসাখ দেওয়ানজী, প্রভৃতি মহামান্য রত্নাকরেরা উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের গুণের কথা বলা বাহুল্য, এক এক জন এক একটী অবতার বিশেষ।

পামর। অদ্য তোমাদের সকলকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনারা সকলেই দেশ হিতৈষী, দেশের মঙ্গল যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ প্রচলিত, বাল্য

বিবাহ নিবারণ, বারাঙ্গনাদের সহর হইতে বহিস্কৃত করা, স্ত্রী শিক্ষা দেওয়া, এ সব বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিপাত না করা দেশের দুর্ভাগ্য বোল্‌তে হবে? আমরা ভরসা করি, যে আপনারা দেশে২, জেলায়২, গ্রামে২, এই সকল প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হোন। (Here is success to you all) হিয়ার ইজ্ সকশেশ্ টু ইউ অল্ বলিয়া এক গেলাস পান করিলেন ও চতুর্দ্দিক হইতে (Hear Hear) "হিয়ার" "হিয়ার" শব্দ উঠিয়া গেলাশ ফেরাফিরি হোতে লাগ্‌লো। ধুমধামের সীমা নাই। বাবুরা মনে মনে জানেন আমরা লুকোচুরি কচ্চি; ওদিগে কত দিকে যে ধরা পোড়্‌চেন তার ঠিকানা নাই!

ক্ষেত্রনাথ। মহাশয়! নামেও যেমন, কাজেও তেমন। আপনার বাক্য ত নয়, যেন অমৃত বর্ষণ হোচ্চে? এরূপ মনুষ্য, যদি গ্রামে এক২ জন জন্মে; তাহা হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির পরিসীমা থাকে না। চূড়ামণি! ঈশ্বর করুন যেন আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পামর বাবু চিরজীবী হন। এক্ষণে মহাশয়রা বাবুর

কুশলার্থে আমার সহিত সকলে পুনর্ব্বার একং গেলাস পান করুন্। এ স্থলে কেহ আর নুকো-চুরি রেখ না।

পঞ্চানন। বাবুর মত কটা লোক আছে যে এই সকল বিষয় চর্চ্চা কোর্‌বে? ধন থাক্‌বে, অথচ দেশাচার সংশোধনে মন হবে, ইহা না হলে আর্‌তো এ বিষয় সিদ্ধ হতে পারে না? এখনকার প্রায় অধিকাংশ লোকেই দিন আনে দিন খায়। তাদের 'আ' বল্‌তে 'তা' দেয় না, তা 'উল্লো' বলিবে কখন। ছেলের মোন পাঁচ টাকা ভাব্বে কি পলিটিক্স (Politics) নিয়ে মাথা বকাবে? এখন এস আমরা বাবুর গুড্ হেল্থ ড্রিঙ্ক্ (Good healh Drink) করি। হিএর হিএর হিএর (Hear Hear Hear) বাবু! আজ হদ্দ মজার নুকোচুরি হোচ্চে। আমরা যে রূপে এ কাজ করি, কার সাধ্য যে ধরে?

চুড়ামণি। (স্বগত) রাত্রি টা মিছে ঢেঁকির কচ্‌কচিতে বেড়ে যাচ্চে এখন বাবুর মনোরঞ্জ-নার্থে কোন রকম নূতন মজা বার করা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের গ্রামে (বোঁইচিতে)

একটী রকমসই দিব্বি আছে, তাহার পিতারও তলা চোঁয়া, বোধ হয় লেগে গেলেও যেতে পারে। তবে বাবুর কপাল আর আমার হাত যশ। একবার নুকোচুরি কোরে কিন্তু দেখবো?

ব্রজ। চূড়ামণি মহাশয়! আপনার মন্‌তো শাদা নয়, এতদিন কেমন কোরে এ কথা পেটে পুরে রেখেছিলেন, এখন যাতে শুভ কর্ম্ম শীঘ্র শেষ হয়, তা করুন্। (স্বগত) মুখে যা এলো তাতো বোলে ফেল্‌লেম, কাজে কি ও বিষয়ে থাক্‌তে আছে? বাপ্‌রে! ‘‘চাচা আপনা বাঁচা’’ পরের হেঙ্গামে আমাদের কাজ কি? এ সকল কর্ম্ম, যাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই এবং প্রচুর বিষয় আশয় আছে তাদেরই সাজে? আমাদের ও যেন কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ। ও কথা এখন চাপা দেওয়া যাক্! (প্রকাশ্যে) চূড়ামণি! এখন কি করা যায় বল? লোকে কথায় বলে, যে “কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে খুড়াকে গঙ্গা যাত্রা” এস আমরা ক্ষেত্রনাথের বিবাহের উদ্যোগ করি, ইহাতে লোকত ধর্ম্মতঃ যশ আছে।

রাম। ভেরিগুড্ (Very Good) আমার তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবা সময় বড় খারাপ! আমি চাঁদায় নাই, আগে থাকতে বোলে খালাস, গতরে সব কত্তে পারি। এতে আমার নুকোচুরি নাই।

ক্ষেত্রনাথ। ব্রজ কি মানুষ গা! পেটের কথা টেনে আনে? বোলতে কি ভাই? আমার বয়স হয়েচে সত্য, কিন্তু ও বিষয়ে বিলক্ষণ মনও আছে কেবল অর্থাভাবেই অদ্যাবধি চারহাতে দুহাত হয়নি। যদি পামর বাবু কটাক্ষ করেন, তবে এ সেবকের প্রাণ গতিক মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

ব্রজ। ইস! তুমি যে একবারে পাঠশালার পত্র আওড়াচ্ছ। যাহা হউক বাবুর কৃপাতে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। বাবা! তোমার এমন তেরহাত কপাল যদি না ফলে তবে আর কার ফলিবে?

ক্ষেত্রনাথ। এ শুভ কর্ম্ম যদি সমাধা হয়, তাহা হলে কাশীতে মন্দির দিলেও এত ফল হয় না। একটা ব্রহ্মস্থাপন করা হবে।

পামর। ওহে পঞ্চানন! ভাল একটা সম্বন্ধ করে দেও দেখি। ক্ষেত্ররের বিয়েটা দেওয়া যাক, টাকার জন্য কর্ম্ম আট্‌কাবে না, মেয়েটি যেন ভাল হয়; কিন্তু কিছু রং চাই।

পঞ্চানন। মহাশয়! যেখানে আমি আছি সেখানে রংগের কোন অভাব হবে না।

চূড়ামণি। মহাশয়ের এ নবরত্নের সভায় কি রং, ঢং, খুঁজতে হয়? আমরা এক একটী ধনুর্দ্ধর বিশেষ, আমাদের অসাধ্য হেন কর্ম্ম নাই যে পারিনা। যদি অনুমতি করেন, তবে ক্ষেত্তরের বিয়ে আজ রাতারাতি দিয়ে দিতে পারি, তবে এতে কিছু নুকোচুরি কোত্তে হবে, বুঝলে কি না?

পামর। নুকোচুরিতো একটু চাই হে, নুকোচুরি ছাড়া কি কাজ আছে?

ক্ষেত্র। চুড়ামণি মহাশয়? তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক। "শুভস্যঃ শীঘ্রং" আমার আজ যদি হাতে সুতোবাঁধা হয়, সেই বাঁধাতে আমি আপনাদের কাছে চিরকাল বাঁধা থাক্‌বো। ব্রজ! তুমি ভাই একটু মনোযোগী হয়ে কন্যা স্থির কোরে এস, আজই যেন শুভকর্ম্ম শেষ হয়,

এর পর বাবুর এ মন না থাক্‌লে সব ফোষকে যাবে।

ব্রজ। বাবা! আমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না, আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ। আমি এই চল্লেম্।

[ব্রজের প্রস্থান।

ক্ষেত্রনাথ। চূড়ামণি মশায়! আমি বোধ করি এতদিনের পর আমার বিবাহের ফুল ফুটলো, প্রজাপতি যে এ নির্ব্বন্ধ কোরেছিলেন এ আমি একদিনও ভাবিনে।

চূড়ামণি। ওহে নুকোচুরি সকলেরই আছে, বিধাতা ভিতরে২ তোমার এটী নুকোচুরি কোরে রেখেছিলেন। যাহোক এখন ব্রজ ফিরে এলে হয়।

ক্ষেত্রনাথ। মশায়! এদিকে বিবাহের যে২ বিধি বৈদিক আছে তা দুটো একটা করুন্ না কেন? আগেই কাজ নিকেশ হয়ে থাক্?-

চূড়ামণি। সে সব আর কোন প্রয়োজন করেনা।

পামর। দুটো একটা হবে বৈকি? সব ছেড়ে দিলে ক্ষেত্রনাথের মনের মধ্যে জন্মের জন্য ভারি দুঃখ থাকবে।

ক্ষেত্রনাথ। বাবু এমন আর হবেনা!

চূড়ামণি। তবে বৃদ্ধির শ্রাদ্ধটী, গাত্র হরিদ্রা, ও আইবুড় ভাত, এই তিনটেই এ সংস্কারের প্রধান। তাহাই করুন্।

ক্ষেত্রনাথ। বৃদ্ধির শ্রাদ্ধে আর কোন প্রয়োজন করে না। সে কেবল চোদ্দপুরুষের সন্তোষের জন্য। আমার চোদ্দপুরুষের আর নাম কোত্তে ইচ্ছা করে না; এখন তোমরা আমার চোদ্দ পুরুষ। তোমরা তুষ্ট হলেই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করা হবে। কেবল "গাত্রহরিদ্রা" ও "আইবুড়ো" ভাতটী চাই।

পামর। আইবুড়ো ভাতের কোন ভাব্‌না নাই; উইল্‌শনের হোটেল থেকে এখনি তা আনাতে পারা যাবে, এখন হলুদ কোথা পাই?

চূড়ামণি। মহাশয়! সাত্তুকে খানশামার কাছে জাফরান আছে, তাই একটু মাখিয়ে দেওয়া যাক।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি একজন লোক বটে; সেই ভাল।—(ক্ষেত্রনাথকে জাফরান্ মাখান এবং উইলশনের বাটী (Great Eastern Hotel) হইতে একটা বাক্স আনাইয়া সকলের আহারাদি করা)।

পামর। ক্ষেত্রনাথ! এতো ভারি মজা হোলো; তুমিও আইবুড়ো ভাত খেলে, আর আমরা তোমার চোদ্দপুরুষেও খেলেম, এত এক রকম বৃদ্ধির শ্রাদ্ধ প্রায় হোলো।

[ব্রজের প্রবেশ]।

ক্ষেত্র। কি খবর, ইহার মধ্যে কর্ম্ম সমাধা হলো নাকি? কথা কওনা যে? সব মঙ্গল তো?

ব্রজ। খবর ভাল বরসজ্জা কর, আর দেখ কি? লগ্ন দুই প্রহরের সময়, মহাশয়রা সকলেই প্রস্তুত হন্, আর বড় বিলম্ব নাই; এতে আর কোন নুকোচুরি করে আসি নাই!

ক্ষেত্র। বলি কনেটি কেমন, চল্‌বে তো? না, হাতে জল সরবে না।

ব্রজ। স্থির হও, অত ব্যস্ত হইওনা, উতলার কর্ম্ম নয়; দুদণ্ড সবুর করলে দেখে প্রাণ

জুড়াবে। কিন্তু বাবা, বিদায়টা যেন বিবেচনা করে দেওয়া হয়। ঘটকালি কত্তে গিয়ে বড় ক্লেশ হয়েছে। বলিবো কি, যেতে একটা হোঁচোট খেয়ে ব্রহ্মহত্যা হতে২ রয়ে গেছে। কনেটি অদ্বিতীয়, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কি কর্‌বে? রূপে গুণে এমন মেয়ে পাওয়া ভার। কিন্তু একটা বাজ্‌না বাদ্দি করে গেলে ভাল হয় না? লুকোচুরিতে দরকার কি?

রাম। আর বাজনায় কাজ্‌নাই, অম্‌নি ভাল! "বড়তো বে তার দুপায়ে আল্‌তা," এখন চার হাত একত্র হলেই আমরা নিশ্‌চিন্দি হই। চলুন্ আমাদের সব বেরুনো যাক্, আবার যেতে হবে অনেকটা, আর দেরি করা উচিত নয়।

ক্ষেত্র। হাঁ বাপ সকল! তোমরা উঠ, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

চুড়ামণি। আরে যদি এ জন্মের মত আইবুড়ো নামকে বিসর্জ্জন দিয়া চল্লি, তবে একটু২ পাকা মাল টেনে নে, কিসের জোরে জুজ্‌বি?

(সকলের এক২ গেলাস ব্রাণ্ডিপান ও তদনন্তর বর লইয়া যাওন)

পামর। কেমন হে আর কত দূর ?

ব্রজ। আজ্ঞে আর বড় দুর নাই, হাড়ি পাড়ায় বিশেহাড়ির পগারেরধারে সন্ন্যাসি কোলু থাকে, তারি বাড়ির ভিতর অজ্ঞাত কুল শীলা একটী ব্রাহ্মণের কন্যা আছে। তাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পত্র করিয়াছি, আপনারা চলে চলুন্ (ক্রমে সকলের কোলুর বাড়ি উপস্থিত, কোলু যৎপরোনাস্তি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল; ও যথা যোগ্য সমাদর করিল, পরে রাত্রী এগারোটা বাজিতে কলু বলিল।)

কলু। মহাশয় আমার বলিতে ভয় হয়, কিন্তু পুরুষানুক্রমে একটা প্রথা আমার বাড়ি বিয়ের সময় প্রচলিত আছে, তাহা না হইলে আমাদের মনে বড় আক্ষেপ থাকিবে। আপনারা সকলে মহাশয় লোক, আজ আমার কি সুপ্রভাত্, যে আপনাদের পদধূলি আমার বাটীতে পড়িল, এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে কৃতার্থ হইব।

পামর। তোমার কি প্রথা আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে আমরা অবশ্যই করিব, ইহাতে আর নুকোচুরি কি ?

কলু। আজ্ঞা এমন কিছু নয় কেবল বরকে বিবাহের অগ্রে তিন গ্লাস সিদ্ধি খাইতে হয়, ও বরযাত্রীরা যদি অনুগ্রহ করিয়া খান তবে আরো ভাল।

পামর। তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র বাধা নাই, তুমি সচ্ছন্দে দেহ, আমরা অম্লানমুখে পান করিব, এই নুকোচুরি?

[অনন্তর সকলের সিদ্ধি পান]

ক্ষেত্র। চূড়ামণি! আছো, না মরেছো?

চূড়ামণি। না থাকার মধ্যেই বটে, যা আছি তা দানো পেয়ে আছি!!! সিদ্ধিটে বড় জোর করেছে।

ক্ষেত্র। চুড়ো বাবা! আর যে কিছু দেখ্‌তে পাইনে?

চূড়ামণি। তবে তোর সময় হয়ে এসেছে, হরিনাম কর, বিয়ের সময় এ রকম সকল-কারই হয়, তার জন্য কিছু চিন্তা নাই!

(ক্রমে ক্ষেত্রের নেশা, ও তদন্তর তাহাকে আল্কা-ত্‌রা মাখিয়ে তুলা লেপন, ও হরেক্ রকম সজ্জা করে দেওন, পরে বিশে হাড়ির কন্যার সহিত

বিবাহ ও বাসর সজ্জা, এইরূপে নিশি অবশান হইলে ক্ষেত্রের চেতন হওয়াতে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল যে বিবাহ হইয়াছে কি না? কন্যে উত্তর করিল হাঁ এক রকম সকলের অনুগ্রহে চার হাত একত্র হইয়াছে।)

ক্ষেত্র। আমার গাটা পিট২ কর্‌ছে কেন? ব্রজ তো নুকোচুরি করেনি?

কনে। তোমাকে সকলে আহ্লাদ করে বরসজ্জা করে দিয়াছে, তাহাতেই বোধ হয় গাটা পিট২ কর্‌ছে; এখনো রজনী আছে তুমি কিঞ্চিৎ আরাম কর, পরে গাত্র ধৌত করিলে পিটপিটিনি যাইবে।

ক্ষেত্র। (আমাকে তবে এরা সং সাজিয়ে রং করেছে। ছি! ছি! ওমা আমি কোথা যাবো! এ কালামুখ কাকে দেখাব? আবার ইনি আরাম কর্‌তে বলেন, আর দেইনি অমনি ভাল, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি)। আমার সঙ্গে যাহারা আসিয়া ছিলেন তাঁহারা কোথায়, এবং তুমি কে?

কনে। প্রাণনাথ, আমি বিশু হাড়ির কন্যা, গত রাত্রিতে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে আর যাহারা তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহারা সকলেই গিয়াছেন, বোধ হয় অদ্য বর কন্যে লইতে পুনরায় আসিবেন।

ক্ষেত্র। হা ভগবান্! তোর মনে কি এই ছিল! যে বংশে কখন কলঙ্ক হয় নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যে রোগের ঔষধ নাই, তাহাতেও আমাকে মগ্ন করাইলে। হায় হায়! পিতা, মাতা, শুনিলে কি বলিবে! আমার মত অভাগা ত্রিজগতে নাই; কথায় বলে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" তাই কি আমার হাতে২ ফল্লো, এক্ষণে অসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বিধাতা! আমি এত দিনের পরে পতিত হইলাম, পিতা মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; যে পিতা মাতা আমাকে চিরকাল যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছেন ও যাবজ্জীবন যাঁহাদের স্নেহের অধিগামি; আজ নেশাতে অবশ হইয়া তাঁহাদের কুলে কালি দিলাম। ধিক্ ধিক্ এ প্রাণে! এখন কি করি? যাইবা কোথায়? আর এ বিবাহিতা

নেজুড় বা রাখি কোথা ? অদ্যাবধি প্রেম বাক্য কহিব না, প্রেমের নাম উচ্চারণ করিব না, প্রেমিকের সহিত আলাপন করিব না, প্রেম করিতে গিয়া দেশে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। হা পোড়া প্রেম! তোর মুখে ছাই! যে প্রেম জগত্‌কে প্রফুল্লিত করে, যাহার নামে মনুষ্যের লোমাঞ্চিত হয়, আজ সেই প্রেম আমার নিকট বিষের অধম হইল "প্রেমোব্রত আজ আমার হলো উজ্জাপন" এখন যাই আর ভাব্‌লে কি হবে ? যা হবার তা হয়ে গেছে! আচ্ছা নুকোচুরি করেছে।

কন্যে। প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে যাবে কোথায় ?

ক্ষেত্র। কালামুখির আদর দেখে যে আর বাঁচিনে, এত ঢলালি তবু তোর মনের সাদ মেটে না, রঙ্গ দেখে যে বাঁচি না, এখন আর কাজ নাই, খেমা দেও, নুকোচুরি ধরিচি !!

কনে। প্রাণনাথ তুমি যেখানে যাইবে আমি তোমার সঙ্গে২ যাইব, যারে ধন, মন প্রাণ, সব সমর্পণ করিয়াছি, তারে কি আর এক দণ্ড ছেড়ে

থাক্‌তে পারি? আমি আর কোন নুকোচুরি কচ্ছিনে।

ক্ষেত্র। (স্বগত) ভাল আপদ এ যে নেকড়ার আগুণের মত ছাড়ে না। কি করি, আজ্‌কের মত এখানে থেকে রাত্রে বারানশী গমন করিব। এত দিনের পর আমার বিয়ের সাদ্ মিট্‌লো, আর নুকোচুরি যা হবার তা হদ্দ হলো!

(পরে ক্ষেত্রের রাত্রে পলায়ন ও কাশীধামে গমন)।

এখানে পামর, চুড়ামণি প্রভৃতি সকলে বড় খুসিতে স্ব২ গৃহে গমন করিয়া আহ্লাদে আট্‌খানা হইলেন। মজার চুড়ান্ত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে ক্ষেত্তরের জাত গেল। চূড়ামণি বলিলেন "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম" দুদিন ঘরকন্না কত্তে২ বেশ মিল হয়ে যাবে তার সন্দেহ নাই, কেননা আমার পিতামহের প্রায় এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল অথচ তিনি অতি সদ্ভাবে গৃহকার্য্য ও সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিয়া সন্তানাদি রাখিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। জীবদ্দশায় বিস্তর নুকোচুরিও করে গেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:*:—

কলিঘোর।

রমণী পতীর হিতে সদা দিবে মন।
অমূল্য সতীত্ব ধন করিবে রক্ষণ।।
ইহা হতে সংসারির কিবা সুখ আর।
সুখের সংসার মনোমত ভার্য্যা যার।।

কামিনী। ওলো আর শুনিছিস্। এবার কলি উল্‌টে গেল! নুকোচুরি রইলো না!

সৌদামিনী। পোড়াকপাল্! শুন্‌বো আবার কি? শোনবার্ কি আছে তা, শুন্‌বো!

কামিনী। অবাক্ সে কিলো আমাদের গঙ্গা-মণির মেয়ের যে কাল রেতে বে হয়েছে তা কি শুনিস্‌নে? নুকোচুরি বেরিয়ে পড়েছে!

সৌদামিনী। না ভাই আমায় কেও বলে কয় নি, কি করে শুন্‌বো, বল্‌তে কি বোন, যে

সময় পড়েছে, তা এক দণ্ড সুস্থির নই, যে তোদের কাছে গিয়া দুটো কথা কই; এমনি মাগ্‌গি গণ্ডার সময়, তায় পোড়া চেলে আগুন নেগে গেছে, তাই ভাব্‌তে২ আমাদের কত্তাটি একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন।

কামিনী। মরণ আর কি! তোর আবার ভাব্‌না কিসের? কথায় বলে "খাওয়া জানে বাবা জানে," তা আমাদের যারা বে করেছে তারাই ভাব্বে, আমাদের কি বয়ে গেছে? এখন সে যা হোক বোন, কাল রেতে বড় রং হয়েছে, কোথা হতে একটা আগড়ভম্ বর ধরে এনে রাখালির বে দিয়েচে, আর পোড়া বর রাত্ পোয়াতে না পোয়াতে পালিয়ে গেছে, শুন্‌তে পাই, বরটি নাকি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, কুলিন, আর পোড়া কি তার নামটা মনে আসে না, বলদের না কি, বাবা ঠাকুরের সন্তান।

সৌদামিনী। অবাক্! (গালে হাত দিয়া) ও মা আমি কোথায় যাবো২! দূরঃ২ তা কি কখন হয়, কলুতে আর বামুনে কি বে হয়? আজ পর্য্যন্ত বিধবার বে স্বচ্ছন্দক্রমে দিতে পার্‌লে

না তা অন্য জেতে বে দেবে ; এখনো চন্দ্র সূর্য্য উদয় ; আর রাত দিন হচ্ছে, এ কি হতে পারে ? তুই বুঝি কাল রেতে ভাল করে ঘুমুসনে, তাই বুঝি সপ্ন দেখেচিস্ ?

কামিনী। তা বল্‌বি না তো আর কি ? যদি বল্লে না পিত্তয় যাস তবে রাখালীর মার বাড়ি গিয়ে জেনে আয়।

সৌদামিনী। যাই ভাই, বেলা হয়েছে, ঘরকন্না দেখ্‌তে হবে, এর পর খেয়ে দেয়ে ওবেলা রাখালির মার কাছে যাব। এরা এমন কর্ম্ম কেন কল্লে এদের ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল, না টাকার লোভে করেছে ? বরটী কেমন, দেখ্‌তে ভাল তো ?

কামিনী। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিশ্‌নে। বরটী বেঁটে সেঁটে, কয়লা চেঁটে, পেট্‌টা নেয়ো, চক্ষু বেরিয়ে পড়েছে। দুপায়েতে গোদ, সাম্নে টাকার ঝুলি, আবার "সব গিত্‌ হরে নিল কুতো গিরি দাসে," এদিগে কি কর্‌বে পোড়া গোঁপে মেরে রেখে দিয়েছে। মাইরি বোন ঠিক যেন

মুড়ো খেংরা গাছটা। রূপে গুণে মূর্ত্তিমান এমন ছেলে পাওয়া ভার!

সৌদামিনী। ওমা ছি,ছি,ছি !! এরা কি চকের মাথা খেয়ে বে দিলে, কলি যে সত্যিং উল্‌টে গেল, এখন হাতের লোহা গাছ্‌টা হাতে রেখে মলেই বাঁচি, অবাক্ কলি পাপেভরা, দেখে শুনে অবাক্ হয়ে গেচি, তোর কথা শুনে বোন আমার পেটের ভাত চাল হচ্ছে, এখন যাই ভাই, একি শোনবার কথা তা শুন্‌বো, না জানি এর পর আর কত হবে, এখনি এই, অবাক্ করেছে বোন্! কলিঘোর হলো যে; এ নুকোচুরি যে তাহদ্দ হোলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

পুলিশ বিচার।

ভাবী না ভাবিয়া লোকে কুকর্ম্ম করিয়া।
পাপের সন্ত্রাসে হয় আকুল ভাবিয়া।।
করিবে যে কার্য্য পূর্ব্বে বিবেচনা তার।
তাহা হলে কভু নহে ভাবনা অপার।।

প্রাতঃকাল, বসন্তের সময়, আকাশ নীলবর্ণ, মন্দ২ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষে নব২ পল্লব হইয়াছে, তরুলতাদির ফল ফুলের চারিদিকে সৌরভ ছুটিতেছে, ভ্রমর সকল গুন২ করিয়া রব করিতেছে, কোকিল কুহু২ ধ্বনি করিতেছে, মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট সকল ভিজিয়া গিয়াছে। চাসিরা নিজ২ কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কলুরা ঘানি যুড়ে দিয়েছে, ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেছে, ছেলেরা পাঠশালায় যাইতেছে,

দোকানি পসারিরা রাম বলিয়া গা ঝেড়ে ঝাঁপ খুলিতেছে, ভারিরা জল তুলিতে আরম্ভ করিতেছে, নাপিতেরা খুর ভাঁড় বগলে করিয়া বেরিয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক আলো করিয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে ক্ষেত্রনাথ চুড়ামণির বাসার দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও মাঝে২ এক২ টিপ নস্য নিয়া ভাবিতেছেন যে কি করি? কোথা যাই? যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে আমার ইহকাল নাই পরকালও নাই। চুড়ামণির বাসা সোনাগাজির শিবি গোয়ালিনির বাটীতে ছিল। তিনি স্নান করিয়া পূজা করিতে২ এক২ বার ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন বা নিকটবর্ত্তী বেশ্যাদিগের রূপ লাবণ্য দেখিতেছেন। মন সদা অস্থির, একাগ্রচিত্ত না হইলে পুজাশ্রয় সকল উত্তম রূপে সমাধা হয় না। তাঁহার মনে নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে সুতরাং ঔষধ গেলার মত পূজার কাজ সারিয়া ক্ষেত্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন, তবে ভায়া! কেমন বিবাহ হলো তা বলো? নুকোচুরিটে কি টের পেয়েছে?

ক্ষেত্র। মহাশয়ের অগোচর কিছুই নাই, তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেন ?

চূড়ামণি। সে কি, আমিতো কিছু জানিনা বল্‌তে কি ? কাল রেতে মাথাধরে ছিল, তা যেম্‌নি পড়েছি অম্‌নি মরেছি, কিছুই সাড় ছিল না।

ক্ষেত্র। বেশ বাবা এত অসাড়! এর ঔষধ অসাড়ে জল সার।

চুড়ামণি। ও কে হে ? আমার অস্তানায় কার মুখ দেখা যায়।

ক্ষেত্র। বুঝি কোন ভাসা কাপ্তেন নোঙ্গর তুলেছে, তাই পাইলট (Pilot) খুজ্‌তে বেরিয়েছে।

চুড়ামণি! তোমার কল্যাণে তাই হোক! আমার সময় বড় খারাপ্‌! খরচ বেশী, আয় কম, এ সময়ে এক আদ টা কাপ্তেন পেলে বড় উপকার হয়। আর নুকোচুরিতে কাজ কি ?

চুড়ামণি। কে হে তুমি ?

সন্ন্যাসি কলু। আজ্ঞা আমি! মহাশয়দের দর্শন না পাইয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিতে আসিয়াছি; পুলিষের লোক: ইহারা ফৈরাদি, তোমার কার্য্য

তুমি কর, আমি চেঁড়িয়ে পড়ি, জামাই কিছু মনে করোনা বাবা? আর নুকোচুরি রইলো না।

(পুলিষের লোকেরা দুই জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, পরে থানায় এজেহার লইয়া জামিন অভাবে তাহাদের বেনিগারদে রাখিল। পর দিবস পুলিষে লইয়া একপার্শ্বে বসাইয়া রাখিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসেন নাই স্থতরাং অপেক্ষা করিতে হইল)।

পুলিষ জম্২ করিতেছে, লোকে থই২ করিতেছে, দালাল উকীল এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেরানিরা বই হাতে করে এ ঘর ও ঘর করিতেছে, সারজন; ইন্স্পেক্টর সব দ্বারে২ বসিয়া আছে; ছোটলোকে পোরা, আমলার তদ্বিরে কৌশল চলিতেছে ও কেরানি মহলে রকমারি বকসিস্ হইতেছে, ক্রমে দুই প্রহর বাজিলে মাজিষ্ট্রেটের বগি গড়২ করিয়া পোরটিকোতে(Portico)আইল। সারজনেরা টুপি খুলিয়া সেলাম বাজাইল; সাহেব কোনদিকে নজর না করিয়া বরাবর উপরে গিয়া বেঞ্চে বসিলেন। কেরানি কেশ উঠাইল, কাহার জরিমানা, কাহার

বেত্রাঘাত, এইরূপে বেলা একটার পর ক্ষেত্র-
নাথও চূড়ামণিকে সামনে হাজির করিলে
ইনটর প্রেটর (Interpreter) জিজ্ঞাসা করিল
"আসামি হাজির" অমনি সন্ন্যাসি কলু সামনে
গিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হাজির হুজুর"
মাজিষ্ট্রেট প্রায় কথা কন না? মাম্‌লা মক-
দ্দমা সকলই ইনটর প্রেটরে করে, বরং কলি-
কাতা ভাল, মফঃসলে কোন২ মাজিষ্ট্রেট সাহে-
বদের রাম রাজত্ব। তাহারা চেয়ারে পা তুলিয়া
চুরট খাইতে২ খবরের কাগজ পড়েন ও মাজে২
জিজ্ঞাসা করেন "আব কেয়া হোতা হ্যায়"
দিল্লির অঞ্চলে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারি
করিতেছেন, চারিদিকে আমলা পেস্কারে পরি-
পূর্ণ সেরেস্তাদার ফয়সলা পড়িতেছে, সাহেব
চুরোট খাইতে২ খবরের কাগজ ও হোম লেটর
(Home letter) পড়িতেছেন ও মধ্যে২ আচ্ছা বলিয়া
আসর সরগরম্ করিতেছেন; পেয়াদারা এক২
বার হুঙ্কার দিয়া চুপ২ করিতেছে, এমন সময়ে
এক বরকন্দাজ একটা ইন্দুর ধরিয়া সাহেবের
নিকট আসিয়া বলিল খোদাবন্দ এক চুয়া

পাক্‌ড়া গিয়া হায়, ইনকে বরাবর আদালতকা কাগজ ওগজ খানেখারাপ কিয়া! সাহেব না দেখিয়া হুকুম দিলেন বহুত আচ্ছা, "ছয় মাহিনা ফটক দেও" আর বোলো এসা কাম মত্ করে, বরকন্দাজ বলিল, খোদাবন্দ এ বড়া তাজিব কা বাত্ হায়, এ তো চৌট্টা নেই, এ চুয়া হেয়, সো এনকো হাম কিসিতরে ফটক দেঙ্গে। সাহেব রাগান্বিত হইয়া বলিল "সুয়ার! এ বাত হামকো পহেলা কাহে নেই বোলা? যাও, বে কশুর খালাস, আর তোমারা দশ রূপেয়া জরিমানা"।

অনন্তর ক্ষেত্তরের ও চূড়ামণির কেস উঠিলে সন্ন্যাসি কলু এজেহার দিল, যে চূড়ামণির পরামর্শে ক্ষেত্র তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তজ্জন্য সেই সতী লক্ষ্মী অন্নাভাবে মারা যাইবে। সাহেব বিচার করিয়া ক্ষেত্তরের আয় ব্যায় বিবেচনা না করিয়া তাহাকে মাসিক দশ টাকা খোরাকি আদালতে জমা করিয়া দিতে হুকুম দিলেন।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়! এ কি বিচার? আমার এমন যো নাই, যে পিতা মাতাকে অন্ন

দি, এখন উপায় কি? এ যে গোদের উপর বিশফোড়া?

চুড়ামণি। সকলি গোউরের ইচ্ছা, এখন তুমি আপনার পথ দেখ আর কি? কলকেতার জল বাতাস তোমার সইলো না, তুমি পাড়াগাঁ অঞ্চলে পালাও!

ক্ষেত্র। চুড়ামণি মহাশয় তুমি একটি ভুষণ্ডী, অথচ তোমার গায় আঁচড় পড়ে না, আমি জন্মাবধি কখন কাহার মন্দ করি নাই, কিন্তু কি পোড়া কপাল! আমার একদিনও সুখে গেল না? ভগবানের নাম আমি তুসন্ধ্যে করি, বোধ করি, তাই বিধাতা আমার জন্য সকল ক্লেশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এইতো আরম্ভ, নাজানি আরো কত আছে! আমার এক একবার ইচ্ছা হয় আত্মঘাতী হই। পিতা মাতা বাল্যকালাবধি আশা করিয়াছেন যে তাহারা মলে আমি এক২ গণ্ডূষ জল দিব, সে আশা বুঝি এতদিনের পর নৈরাশ হলো। শুনেছি সকল পাপের পরিত্রাণ আছে, আমার কি পাপের পরিত্রাণ নাই? হা ভগবান! আমি অসীম দুঃখ সাগরে মগ্ন হই-

য়াছি, আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন্, আমি তোমারি, নাথ! আমি চিরকাল তোমারই।

চুড়ামণি। ক্ষেত্র! আর ভাবিসনে? ভাবলে কি হবে বল? আমি যদি ভাবি তা হলে ভাবনার সমুদ্রে পড়ি, তার আর কুল কিনারা নাই; ও সব কি পুরুষের কাজ? যত দিন বেঁচে থাকিস মজা কর, আর হেসে খেলে নে।

ক্ষেত্র। সব সত্তি বটে, কিন্তু মনে সুখ না থাকিলে কিছু ভাল লাগে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

রাখালীর খেদ।

বিদ্যার অপেক্ষা আর কি আছে ধরায়।
যাহার প্রভাবে সবে সদা মান চায়॥
ধর্ম্ম জ্ঞান আদি লভে সবে বিদ্যাবলে।
তাই বলি বিদ্যালাভ করহ সকলে॥

রাখালি, সন্ন্যাসি কলুর কন্যা, বয়স দশবৎসর, দেখতে বেঁটে সেটে, শামবর্ণ, পেট্টা জালার মত, পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত মাথার উপরে কৃষ্ণ চুড়ার খোপা বাঁধা, শিতকাল সুতরাং ছিটের বুটোদার দোলাই গায়ে দিয়ে মুড়কি অঞ্চলহইতে খাইতে২ পাঠশালায় যাইতেছে, এমন সময় কতক গুলি সমবয়সী বালিকা তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, কিরে রাখালি! তোর বাপ্ না কি একটা নিমতলার ভুতের সঙ্গে আল্‌গোচা রকমে বেলঘোরে নেগিয়ে তোর বে দিয়ে এনেছে?

আবার পোড়া ভূত নাকি, বে হোতে না হোতে দানো পেয়ে পালিয়ে গেছে? এর ব্যাপার টা কি তা বল দিকি শুনি? আর নুকোচুরিই বা কি?

রাখালি। কে জানে ভাই? বাবা টাকার লোভে পন পাইয়া আমার রাতারাতি বে দিয়েছে, সত্য বটে, কিন্তু স্বামী বিবাহের পর আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ও বাবা তাহার সহিত মকদ্দমা করিয়া দশ টাকা খোরাকি পাইয়াছেন। আমাদের দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বস্ত্যান করিতেছন, ও ব্রজঘোষাল বিল্লপত্র দিতেছেন, বোধ হয় আবার পুনঃ স্বামী লাভ শীঘ্র হবে, নতুবা ব্রাহ্মণদের সোস্ত্বেন মিথ্যা, সাল্‌গেরাম মিথ্যা, ও পইতে মিথ্যা, তোরা ভাই বল, আমি যেন পুনর্ব্বার সেই পতিকে পাই। এই বলিতে, তাহাকে সকলে ঠাট্টা করিয়া হাস্যাস্পদ করিয়া বলিল, "এর ভেতর ঢের নুকোচুরি আছে"। রাখালি অতি উত্তম বালিকা লেখা পড়ায় যত্ন আছে, পিতা মাতাকে, স্নেহ ভক্তি, ও অন্যান্য গৃহ কার্য্য সকল উত্তমরূপে করিত। অনন্তর পাঠশালায় প্রত্যাগমন কালীন সকলে ঠাট্টা

করাতে তিনি বাটীতে আসিয়া রোদন করিতে-ছেন, এমত সময়ে তাহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাছা কে কি বলেছে ?

রাখালি। মা ! আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই ! আমাকে আজ সকলেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াছে টাকা কি ছার জিনিস। মা ! তুমি টাকার জন্য আমার কুল শীল যৌবন সব বিসর্জ্জন দিলে ? হায়রে টাকা ! তোমার অসাধ্য হেন কর্ম্ম নাই যে হয় না ! আমি আর পাঠশালায় যাবোনা এমন বে দিলে যে লজ্জায় মুখ দেখান ভার ! ছি ছি মরণ ভাল !!! কেন মা তুমি নুকোচুরি করেছিলে ?

রাখালির মাতা। কেন বাছা ? এমন কি কার হয়নি, যে তোমার নতুন হয়েছে ? তা ওর জন্য আর ভাবনা কি ? তুই আবার ভাতার পুত নিয়ে যখন ঘরকন্না কর্‌বি তখন তোর দেখে সকলের চোক্‌ টাটাবে; জামাই এলো বলে, তার ভাবনা কি, সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে।

রাখালি। মা আমার আর কিছু সাধ নাই ! আমার সকল আশা নিরাশ হয়েছে, এখন মৃত্যু

হলেই বাঁচি, আর কিছুতে কাজ নাই! পৃথিবি!
তুমি দোফাঁক্ হও, আমি তোমার ভিতর যাই!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

ইয়ং বেঙ্গালের স্ত্রীব্যবহার।

দেশাচার দোষ কিসে দূরীভূত হবে।
উচিত তাহাতে হও সচেষ্টিত সবে।
যে দেশে জনম কর সমুজ্জ্বল তার।
তবেত হইবে যোগ্য মানব সভার॥

সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্যদেব পদ্মিনিকে পরিত্যাগ করিয়া দিবার সহিত পশ্চিমাচলে পালাইতেছেন, পশু পক্ষি সকল নিজ২ বাসায় যাইতেছে, আকাশে নক্ষত্র নিকর হীরক খণ্ডের-ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল কলুর ঘানির শব্দ ও মধ্যে২ ঝিঁঝিঁ পোকার রব শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে পামর-লাল বাবু তাঁহার আহীরীটোলার বাটীর ছাদের উপরে গিয়া ঈশ্বরের স্থষ্টির শোভা দেখিতেছেন।

গঙ্গার উপরে চন্দ্রের আভা যেন বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে, দেখিয়া পামর বাবুর মন পুলকিত হইল। তিনি পাঁটরার বংশীধারী ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সাধ্ব্যা এবং পরমা সুন্দরী। স্বামীর সুখে সুখী, ও স্বামীর দুঃখে দুঃখী,স্বামীর জন্য যদি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গালিনী হইতে হয় তাহা-তেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু পামর বাবুর তাহার প্রতি ততটা ছিল না; ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। ভালবাসা উভয়তঃ না হইলে প্রকৃত প্রেম হয় না। পামর বাবু বিবাহপর্য্যন্ত কখন স্ত্রী অনুরাগি হয়েন নাই; অথচ স্ত্রী তাহার প্রতি বিরাগ না হন, তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তিনি বিবাহের পর পর্য্যন্ত স্ত্রীর সহিত উত্তমরূপে বাক্য আলাপ করেন নাই, সুতরাং স্ত্রী যে কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না। এ বিষয়ে তিনি পাষণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর যত্ন করিবে; এবং যাহাতে স্বামী ভাল থাকেন, ও সুখী হয়েন, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা উচিত।

স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে স্ত্রীর ভাত কাপড়ের অনাটন না হয়; কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা তাহার কিছু জ্ঞান ছিলনা। এদানী ইয়ং বেঙ্গাল নামে নব্য দলেরা প্রায় এই রূপ সকলেই, তবে শতের মধ্যে একটা ভাল থাকলেও থাকতে পারে।

পামর বাবুর স্ত্রী পাপ কাহাকে বলে তাহা জানেন না, মন্দ কথা ও পরের অমঙ্গল ক-খন চেষ্টা করেন নাই, পরনিন্দা, পরপীড়া কথা সকল তিনি জানিতেন না, অথচ যাবজ্জী-বন সকল পার্থিব সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ভাল খেলে আর ভাল পর্‌লে তো সুখী হয় না? ধনেতে কিম্বা গহনাতেও সুখী করে না। সুখ একটী স্বতন্তর বস্তু; ইহাকে সাধিলে সিদ্ধ হয়, নচেৎ হয় না। অনেক রাজার রাণীর সুখ নাই, কিন্তু পথের কাঙ্গালিনীর সুখ আছে। মনের মিল ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রায় সুখী হয়। স্বামীর জীবদ্দশায় পামর বাবুর স্ত্রীকে প্রায় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে দুঃখে দুঃখী হইতেন না, স্বতঃ পরতঃ

কেবল তাঁহার স্বামীর সুখ অনুষ্ঠাণ করিতেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী ও ধৈর্য্যাবলম্বিনী ছিলেন, একারণে তাঁহার স্বামীর বোধ হইত না যে তিনি সদা সর্ব্বদা অসুখী থাকিতেন। তাহার স্ত্রী এক একবার মনে করিতেন যে তিনি জন্মান্তরে না জানি কত পাপ করিয়াছেন, নতুবা এত ক্লেশ কেন ভোগ করিতে হইবে। অবলা নারীর দুঃখের উপায় কিছু নাই কেবল মাত্র ভগবান ! সকলি তাঁহার ইচ্ছা, যদি ক্লেশ পাইলে 'পরে মঙ্গল হয় তো হোক, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

ভারতবর্ষের হিন্দু মহিলাগণের দুঃখ ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমরাতো সামান্য মনুষ্য, বোধ করি প্রকাশ করিয়া বলিলে পাষাণও ভেদ হয়। এদানী আমাদিগের নব্য বাবুরা ইংরাজদিগের নকল করিতে গিয়া কেবল তাহা-দের অধিকাংশ দোষ প্রাপ্ত হন, গুণ প্রায় অল্প লোকে পান ইহা অতি সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। ইংরাজেরা তাহারদের স্ত্রীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রকৃত প্রেম লাভ করে।

তাহারা যেখানে যায় প্রায় আপনাপন স্ত্রী সমভিব্যাহারে থাকে। ভাই ভগ্নি ও পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। আমরা কেবল তাহাদের মদিরিকা পানের নকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আর কিছু নয়, অনেকেই সাহেব হতে ইচ্ছা করেন তাহা মুখে না বলিয়া কাজে করিলেই বড় সুখজনক হয়। অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রী শিক্ষা উত্তমরূপে হয় নাই, বাল্যবিবাহ নিবারণ হয় নাই, বিধবা বিবাহও প্রচলিত হয় নাই; তবে আমরা কি প্রকারে ইংরাজদিগের সহিত তুলনা দিব? ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। "যেমন পোড়ারমুখো দেবতা তেমনি ঘুঁটের পাঁষ নৈবেদ্য" যেমন আমাদের বুদ্ধি তেমনি আমাদের পুরুষানুক্রমে চাল জুটেচে; সুতরাং যেমন "মিছে কথা ছেঁচা জল" থাকে না, তেমনি ইংরাজদের নকল করিতে গেলে আমাদের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এ বিষয়ে অধিক লেখা হইয়াছে, ও এখন অনেক লেখা যায়, কিন্তু আমরা স্থানাভাবে ক্ষান্ত হইলাম।

সত্য বটে, যে সকল দেশে, সকল জাতে, দোষ গুণ আছে; কিন্তু আমাদের বলিবার তাৎপর্য্য যে বাঙ্গালিদিগের দোষ অধিক, গুণ কম, বরং সাবেক রকম ছিল ভাল, ইদানী নব্য দলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল; যাহাদিগের ঘরে অর্থ আছে তাহাদিগের ছেলেরা প্রায় "আলালের ঘরের দুলালের" মতিলালের মত; মধ্যবিত লোকেদের ছেলেরা অনেক ভাল, এবং তাহাদের গুণও আছে; ঈশ্বর করুন্ ইহাদের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সপ্তম অধ্যায়।

—:*:—

বিদ্যারত্নং মহাধনং।

না বুঝিয়া দেখি লোকে মোহিত হইয়া।
বিগর্হিত কার্য্য করে কুকর্ম্মে মজিয়া।।
জ্ঞানের উদয় হয় যখন অন্তরে।
পাপ পরিহর জন্য স্মরে পরাৎপরে।

রজনী ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করিতেছে, ও গুড়২ গুড়২ করিয়া ডাকিতেছে, বৃষ্টি ফোঁটা২ পড়িতেছে, নিকটবর্ত্তী লোক চেনা ভার, ঝড় বাতাস বেগে বহিতেছে, বৃক্ষ সকল দোদুল্যমান, গঙ্গার তরঙ্গ সকল নানা রঙ্গে কল২ ধ্বনিতে নৃত্য করিতেছে, মাঝিরা নৌকা সামাল২ করিতেছে,কীট পক্ষি পতঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পামর বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক

খাইতেছেন ও বলিতেছেন, গদাধর! আজকের রকম তো বড় ভাল নয়, আমার মনে নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে, বুঝি আর নুকোচুরি থাকে না!

গদাধর। ঈশ্বরের সৃষ্টি অদ্ভুত, এবং তাঁহার মহিমা অপার! দেখুন একেবারে হঠাৎ ঘোর করিয়া বৃষ্টি আইল ইহার পূর্ব্বে কিছু জানা গিয়াছিলনা; বোধ হয় আপনার বজ্রের ক্‌ড়মড় শব্দে ত্রাস হইয়া থাকিবে, অন্য কিছু নয়।

পামর। ওহে সে ত্রাস নয়; আমার কেমন মন অস্থির হইতেছে, এই ভয়, পাছে কোন দুর্ঘ-টনা হয়, না হবার কারণ নাই, আমি বড় পাপি, আর ঢের নুকোচুরি করিয়াছি, তজ্জন্য এখন আমার সন্তাপ হইতেছে।

গদাধর। মহাশয়! পাপি যদি বলিলেন তো সে আমি; আমি কি ছিলাম আর কি হোলেম!!! ঈশ্বর আপনাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করাইয়াছেন, আপনার পাপ কিসে? তিনি যাহাদের ভাল বাসেন তাহাদের মঙ্গল

করেন, সুতরাং আপনি পাপি হইলে ঈশ্বর সানুকুল হইতেন না।

পামর। ধন আর ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি ধার্ম্মিক ও সুখী হয়; তা নয়, আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে যদি কিছু শান্তি হয় তো বলি!

গদাধর। ঈশ্বর মঙ্গলময় ও সর্ব্ব সুখদাতা, আপনি সন্তাপ করিলে ক্ষমা পাইবেন ও মঙ্গল হইবে। আমার অবস্থার ভিন্নতা হওয়াতে আমি মন প্রাণ সব ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়াছি এবং আমার সেই নিমিত্তে কিছুতেই ভয় নাই, তিনি অভয় প্রদান করিয়াছেন।

পামর। তুমি তো একজন উদাসিনের মত, তোমার কথা ছেড়ে দেও; এখন আমার দশা কি হবে? আজ কেমন আমার ঈশ্বরবিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ইহাতো সকল সময়ে হয় না, বোধ হয় আমার পাপের কলসী পুর্ণ হইয়াছে, আর ধরে না,! নুকোচুরি বেরিয়ে পড়ে।

গদাধর। যেমন অতিশয় গ্রীষ্ম হইলে বৃষ্টি

হয়, তেমনি মনুষ্যের কুমতি বৃদ্ধি হইলে সুমতির উদয় হয়।

পামর। তোমার কথা শুনে আমার শরীর লোমাঞ্চ হইতেছে। আমি জন্মাবধি কখন ঈশ্বরের চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর যে আছেন তাহা বড় প্রত্যয় হইত না, কিন্তু মনুষ্যের ভাব প্রায় সকল সময়ে সমান থাকে না, এজন্য আজ তাঁহার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যদি তিনি অনুকুল হয়েন তবে আমার পাপের অনেক পরিত্রাণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমি চিরকাল নাস্তিক ছিলাম, স্ত্রী আমার সতী লক্ষ্মী, তাহার সহিত কখন আলাপ করি নাই, বরাবর তাহাকে অবহেলা ও তেজ্য করিয়াছি, না জানি তিনি কত দুঃখিতা আছেন। পিতা মাতা, ও ভাই ভগ্নির, প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি নাই, না জানি, তাঁহারা কত অভিশাপ দিয়াছেন, অর্থের সদ্ব্যয় করি নাই, দেশের ও প্রতিবাসির প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি নাই। আর অধিক কি বলিব, পরস্ত্রী যাহাদের ভগ্নির স্বরূপ দেখিতে হয়, নেশা ও মোহবশে আবৃত হইয়া

তাহাদের অমঙ্গল ও কুপথগামিনী করিয়াছি। আমি ভাবিতে গেলে ভাবনার সাগরে পড়ি, তাহার কুল কিনারা নাই ; ও পাপের কথা সকল স্মরণ করিতে গেলে বোধ হয় অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে হয়; ভারতে আমার ভার আর সহ্য হয় না। এজন্য আমার মনে আজ নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে।

গদাধর। মহাশয় অত ভাববেন না! আমিও এককালে আপনার মত ছিলাম। আর পৃথিবীর তাবৎ লোক প্রায় এইরূপ, কিন্তু মন্দ থেকে ভাল হলে আরো প্রশংসনীয় হয়। এখন আপনি গত পাপের জন্য সন্তাপ করুন্, সন্তাপেতে পাপের হ্রাস হয় ; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল হয় তাহা করুন্। আমার বোধ হয় আপনার একবার দেশভ্রমণ করিলে শরীরের ও মনের মঙ্গল হইবে।

পামর। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা গ্রাহ্যনীয়, এখন আমি যাই, আমার স্ত্রী যদি ক্ষমা করেন, তা হলে আমি পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আমার এ তাপিত মনকে শীতল করিব;